ভোরের কাগজ

284/ OCT. 24 1999

তারিখ OCT. 24 1999
পৃঃ 8 কলাম 3

276

বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ১০০% প্রদান প্রসঙ্গে

পত্রপত্রিকার খবরে প্রকাশ- বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ ৮০%-এর স্থলে ১০০% প্রদানের বিষয়ে সদাশয় সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। জাতি গঠনের সরকারি ও বেসরকারি কারিগর শ্রেণীর মধ্যে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আকাশচুম্বী বেতনবৈষম্য বিদ্যমান সত্ত্বেও বেতন স্কেলের ২০% বৃদ্ধির সাম্প্রতিক এই সিদ্ধান্তে অনেক কষ্টের মাঝেও আমরা স্বস্তিবোধ করছিলাম। কিন্তু পত্রিকান্তরে দেখলাম, উক্ত ২০% বৃদ্ধির বিষয়টি নাকি সকলের জন্য উন্মুক্ত নয়, যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ওপর তা নির্ভরশীল। এই প্রসঙ্গে আমাদের কিছু বলার আছে।

জাতীয় বেতন স্কেল '৯৭-এর আওতায় বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে তাদের যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতাবিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্বেই সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে সংগৃহীত তথ্যের আলোকেই তাদের প্রাপ্য স্কেল প্রদান করে তার ৮০% বেতন-ভাতা জুলাই '৯৭ থেকে পরিশোধ করা হচ্ছে। সরকারের অতি সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবশিষ্ট ২০% প্রদানের ক্ষেত্রে পুনরায় তাদের যোগ্যতা বা জ্যেষ্ঠতা পরিমাপের কেন প্রয়োজন পড়ছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগ প্রদানের সময় যোগ্যতা দেখা হলো, প্রথম এমপিওভুক্তির সময় শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক যোগ্যতা দেখা হলো, জাতীয় বেতন স্কেলে সম্পৃক্ত করার সময় যোগ্যতা দেখা হলো, এমনকি ৮০% প্রদানের সময়ও যোগ্যতা-জ্যেষ্ঠতা দেখা হলো। এরপর অবশিষ্ট ২০% প্রদানের সময়ও কি বিশেষ কমিটি করে পুনরায় যোগ্যতা-জ্যেষ্ঠতা যাচাই করার সত্যই প্রয়োজন আছে?

এমতবস্থায় জাতি গঠনের 'বেসরকারি কারিগর' হিসেবে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনে আমাদের বিনীত ও সুস্পষ্ট বক্তব্য— যাচাইকৃত যোগ্যতা-জ্যেষ্ঠতার মাপকাঠিতে এমপিও মে '৯৯ মোতাবেক শিক্ষক-কর্মচারীগণের মধ্যে যারা যে স্কেল প্রাপ্ত হয়েছেন এবং যথারীতি উক্ত স্কেলের ৮০% ভোগ করে আসছেন, তাদেরই অবশিষ্ট ২০% প্রদান করা হোক। ভিন্নরূপ চিন্তার মাধ্যমে কোনোরূপ জটিলতা সৃষ্টির অবকাশ না রেখে এবং অতি সহজ একটি বিষয়কে দুর্বোধ্য ও জটিল করে তুলে বেসরকারি শিক্ষক সমাজ ও সদাশয় সরকারের মধ্যে অহেতুক তিক্ততা সৃষ্টি করার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। পাশাপাশি 'ইনসেনটিভ' হিসেবে প্রদত্ত বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট নামক 'বস্তুটি' স্কেলপ্রাপ্তির শুরুতে একবার মাত্র না দিয়ে উক্ত স্কেল চলাকালীন অন্যান্য সেক্টরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ন্যায় প্রতিবছরই যাতে দেওয়া হয় সে দাবিটিও প্রসঙ্গত সবিনয়ে পেশ করছি।

অধ্যক্ষ এম. আবদুর রাজ্জাক
বাঁকড়া ডিগ্রী কলেজ
বাঁকড়া বাজার (ঝিকরগাছা), যশোর।